ঠেলার নাম বাবাজি... শাবাশ মৌলানা সাহেব

সদেরা সুজন

এটাকেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি। এতদিন বাংলাদেশের গুনধর সরকারের মন্ত্রীবর্গরা বলেছেন বাংলাদেশে কোন মৌলবাদী নেই, এটা একটি মর্ডান মুসলিম দেশ। মৌলবাদীর বির"দ্ধে বিরোধীদলীয়রা দেশে বিদেশে 'দেশের ভাবমুর্তি নষ্ট করছে, দেশের বির"দ্ধে ষড়যন্ত্র করছে'। প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রকাশ্যে অজস্রবার বললেন 'বাংলা ভাই ইংলীশ ভাই বলতে দেশে কেউ নেই'। কিন্তু আজ স্বীকার করলেন দেশ মৌলবাদী জঙ্গীরা বোমাবাজীসহ বিভিন্ন রকমের দেশবিরোধী কাজ করছে ফলেই বাংলা ভাই নামের এক ধর্ম ব্যবসায়ী এবং খুনীর আধ্যাত্যিক গুর" রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রধান ড.গালিবসহ বেশ ক'জনকে গ্রেফতার করেছে। বাংলাভাইয়ের জেএমজেবি ও জামা'আতুল নামের দুটি ইসলামী জঙ্গি সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং গ্রেফতারকৃত জঙ্গীদের বির"দ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করা হয়েছে এবং সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়েছে এসব জঙ্গীরা সারা দেশে বোমাবাজি গ্রেনেডবাজিসহ বিভিন্ন রকমের নাশকতা মুলক কর্মকান্ড চালা"ছ। প্রিয় পাঠক, বাংলাদেশের জঙ্গী মৌলবাদীর অপ্রতিরোধ্য উত্থান সর্ম্পর্কে আমি বেশ কয়েকবার লেখেছি, লেখেছেন দেশের খ্যাতিমান লেখকরা প্রায় প্রতিদিনের সংবাদপত্রে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতার মোহে চারদলীয় জোট করে এসব জঙ্গীদের সাথে সহবাস করছে। অতি সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গীদের তান্ডব নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ প্রচারের কারণে ওয়াশিংটনে দাতাগোষ্ঠীদের বৈঠকে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানায়নি এবং সাহায্যের ব্যাপারে কোনো আশ্বাস না দেওয়ায় সরকারের টনক নড়েছে আর ফলেই "ফান্দে পরে বগা কান্দেরে' অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা বলা যায় 'ঠেলার নাম বাবাজি'। আজকে বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গীদের অপশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হ"ছ বাধ্য হয়ে, হয়তোবা তা আই ওয়াশ কিংবা দাতাওয়াশ হতে পারে, হয়তোবা সাময়িক লোক দেখানো ভেলকিবাজি কিন্তু সরকার পরোক্ষভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হ"ছ যে দেশের প্রতিটি গ্রেনেড আর বোমা হামলায় এসব খুনী ধর্ম ব্যবসায়ী জঙ্গীরা জড়িত। আজ সরকারই স্বীকার করছে ধর্মের নামে মৌলবাদীরা সারা দেশে তান্ডব চালা"ছ। সারাদেশের সবখানেই এখন বাংলা ভাই, ইংলীশ ভাই, আরবী ভাই, আর উর্দু ভাইরা ক্ষমতা চালা"ছ। যদিও জঙ্গীদলের লাখ লাখ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৮/১০ জনকে ধরা হয়েছে তাও আবার জামাই আদর করে জেলে রাখা হয়েছে। যেখানে সরকারের মসনদে বসে আছে মৌলবাদী স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক নিজামীরা, যেখানে ধর্মের নামে শত শত মৌলবাদী সংগঠন একই আদর্শ তালেবানী রাস্ট্র গড়ার সংকল্প নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করেছে এবং যাদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন সেখানে দু'টি সংগঠন নিষিদ্ধ আর দু' চারজন মৌলবাদীকে ধরলেই সব শেষ হবে তা বোকারা বিশ্বাস করবে না। জানা গেলো এই ড. গালীবের রহস্যজনক উত্থানের খবর, কী করে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হলেন একজন ধর্ম ব্যবসায়ী। ড. গালীবদের উত্থানের বিচিত্র সংবাদ পত্রিকাসহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পড়ে মনে হলো ধর্ম ব্যবসা হলো বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো ব্যবসা। যে ব্যবসাতে কোন পুঁজি লাগেনা। এমন কী লোকসানেরও কোন ভয় নেই। যে যতবেশী ধর্মীয় ভেলকীবাজি দেখাবে সে ততোবেশী বিনা পুঁজিতে কোটিপতি হতে পারবে, নারী সম্ভোগ করতে পারবে, প্রভাব, বৈভব শক্তি সবই বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ হলো ধর্ম ব্যবসার সবচেয়ে নির্ভেজাল খাঁটি উব্বর মাটি। সেখানে বিনাশ্রমে ধর্ম ব্যবসার ফসল খুবই লাভজনক।

আমি ধর্মকে শ্রদ্ধা করি। তবে ধর্মান্ধদেরে ঘৃনা করি। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তথা গ্রাম গ্রামান্তরের নিরক্ষর কৃষক খুবই ভালো, তাঁরা ধর্মভক্ত কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। এরা ধর্মের নামে ব্যবসা করতে জানেনা ওরা ধর্মের নামে বোমাবাজি-গ্রেনেডবাজিসহ নাশকতা করতে জানেনা, এঁদের কাছে ধর্ম বর্ণ সব সমান। যা আমরা সবাই যুগ যুগ ধরে দেখে এসেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে দেশকে ধর্মের নাম নিয়ে দেশের কিছু জঙ্গলী ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে যা"ছে, দেশের সকল প্রগতিশীল অনুষ্ঠানে তথা হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী যাত্রা সিনোম- নবান্ন-১লা বৈশাখসহ মাজার-মন্দিরসহ বাংলাদেশী সংস্কৃতি প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করে গ্রেনেড আর বোমা হামলা করে মেরে ফেলছে অসংখ্য নিরাপরাধী মানুষকে। ধর্ম কী তাই বলে দিয়েছে? অথচ এসব ধর্ম ব্যবসায়ী খুনিরা কি ধর্ম লালন পালন করে নিজ অন্তরে? অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে চট্টগ্রাম শহরের হার্ট বলে পরিচিত হালিশহর এলাকায় আধুনিক পরিবেশে গড়া মাদ্রাসায় পৈশাচিক বর্বরতা চালিয়েছে কোরানে হাফেজ একজন মৌলানা। তিনি মাদ্রাসার দশটি ছেলের সাথে জোর করে বলাৎকার করতেন মানে ধর্ষণ করতেন। প্রিয় পাঠক, তাহলে ভাবুন আমাদের মৌলনাসাহেবরা কি করছেন মাদ্রাসাগুলোতে পবিত্র ধর্মের নামে? এতদিন শুনে আসছিলাম মৌলনা সাহেব ধর্ষণ করেছেন মাদ্রাসার ছাত্রী কিংবা মক্তবের অবুঝ শিশু কন্যাকে আর এখন দেখছি এসব ভন্ড ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রেহাই পা"ছ না শিশু ছেলেরাও। এর চেয়ে পাপিষ্ট আর কারা আছে এই পৃথিবীতে? অথচো এই মাদ্রসার নামে দেশে বিদেশ থেকে দেওয়া হয়েছে কোটি কোটি টাকা!

আরেকটি সংবাদ একই সাপ্তাহে ছাপা হয়েছে দেশের বিভিন্ন পত্রিকায়, শিরোনাম ছিলো 'মসজিদের ভিতর অপকর্ম, কুষ্টিয়ার ইমাম গ্রেফতার' সংবাদে প্রকাশ 'বাংলাদেশের বর্তমান খ্যাতিমান খুনি যিনি ধর্মের নামে সাধারণ মানুষ হত্যা করেন সেই জালেম বাংলা ভাই'র ঘনিষ্ট সহযোগি কুমারকালি গ্রামের জামে মসজিদের ইমাম নাজিম উদ্দিন (৩৫) এর কাছে কোরআন শিক্ষা নিতো কুষ্টিয়ার কুমারকালি উপজেলার কয়া ইউনিয়েনের বেড় কলোয়া বাড়াদি গ্রামের এসএসসি পরীক্ষার্থী এক কিশোরী । কিন্তু সেই ইমাম প্রতিদিন তাকে মসজিদের ভিতর ভোগ করতো।' মানে যৌন ভোগ করতো। আর এই ভোগ বলতে আমেরিকান ষ্টাইল। সুপ্রিয় পাঠক এর পরের অংশ আরো বেদনাদায়ক.....।

গত ২ মার্চ ভোরের কাগজে ছাপা হয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার বুড়িরহাট আব্দুস সামাদ মন্ডল দাখিল মাদ্রাসার সুপার তার অফিস কক্ষে দশম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে, যদিও এই সুপারের বির"দ্ধে এলাকায় আরো বহু ধর্ষনের অভিযোগ রয়েছে কিন্তু কেউই ভয়ে কথা বলেনা কারণ তিনি ক্ষমতাশীন সরকারের একজন প্রভাবশালী নেতা। জানা যায় ধর্ষিতার পরিবার থেকে থানায় মামলা করা হলে থানা তা গ্রহণ করে না বরং পুলিশ ধর্ষক মাদ্রাসা সুপারের পক্ষ নিয়ে ধর্ষিতা পরিবারের বির"দ্ধে হুমকি দেয় এবং সংবাদ না ছাপানোর জন্য সাংবাদিককেও নির্যাতন করা হয়। প্রিয় পাঠক, এসব বাংলাদেশের নিত্যদিনের অজস্র ঘটনার মাত্র কটি। আর বিদেশে এসব বাংলাদেশী ইসলামী চিন্তাবিদদের সন্তানরা কম কিসে! মৌলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীর আমেরিকান প্রবাসী গুনধর পুত্রের কাহিনীতো উত্তর আমেরিকা প্রবাসী মানুষের অজানা নয়, সাঈদী পুত্র তার বন্ধুর সরলতায় বন্ধু স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছেন শুধু কী তাই মদ নারী তার কাছে হালালমাংসের মতো। আর স্বাধীনতা বিরোধী জামাত নেতা গো আযমের পুত্র তার চাচির সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের কথাও বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রকাশ করেছিলো কারণ সেই ঘটনা নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। প্রিয় পাঠক, তাহলে বুঝতেই পারছেন আমাদের দেশের কিছু চরিত্রহীন ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে হত্যা-ধর্ষণ-রাহাজানী আর ধ্বংসের মাতম চালাতে পারদর্শী, মুহূর্তে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চালাতে জানে, ধর্মের নামে সারা দেশে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে জানে, ধর্মকে ছলে-বলে-কৌশলে জোর করে সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে জানে অথচো নিজেরা কতটুকু ধর্ম লালন পালন করে কিংবা এসব নেতাদের আত্মীয়-স্বজনরা কতটুকু করে তা উপরের কয়েকটি ঘটনায়ই প্রমান করে।

বাংলা ভাই নামের এই ধর্ম ব্যবসায়ী এখন বাংলাদেশের ত্রাসী একজন খুনি, যিনি এতই প্রভাবশালী যে তাকে গ্রেফতার করার মতো সাহস খোদ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীরও নেই। বাংলা ভাই'র মতো এই তালেবানীরা এখন দেশের সর্ব অঞ্চলে ত্রাস চালিয়ে যা"ছ।

পরিশেষে বলতে চাই, দেশে মৌলবাদী জঙ্গী গ্রেফতার তা একান্ই লোক দেখানো নেকামী, জনগণকে বোকা বানানো, দাতাদেরে সাময়িক আইওয়াশ। এই লেখা শুর" করেছিলাম দু'সপ্তাহ আগে, এরমধ্যে লেখা শেষ করতে পারিনি, সত্যি নয়, ই"ছ হয়না এসব নিয়ে আর অযথা লেখালেখি করার। কারণ এসব লেখালেখিতে কোন কাজ হয়না একান্ই নিজের মনকে একটু শান্না দেওয়া ছাড়া। এই দু'সাপ্তাহের মধ্যেই জঙ্গী গ্রেফতার বন্ধ হয়ে গেছে, বরং গ্রেফতারকৃতদেরে জেল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার সব প্রস্তুতি সম্পূর্ন। জেলে যে ক'দিন আছেন এসব জঙ্গীরা জামাই আদরেই আছেন। এছাড়া ক্ষমতাসীন জোট সরকারের কোন উপায় নেই, এরা বাধ্য হয়ে জঙ্গী মৌলবাদীর বন্দনা করতে হবে কারণ, বিএনপি জানে এসব মৌলবাদী ছাড়া তারা কোনোসময়ই ক্ষমতায় যেতে পারবে না। আর প্রগতীশীলরাও দেশে অনৈক্যের কারণে প্রজাতির মতো বিলুপ্তি হবে তাই সময় বলে দি"ছ। বাংলাদেশের অবস্থা যে আজ কত ভয়াবহ তা একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হবে না। দেশের সাধারণ মানুষ আজ ভীষণ অসহায়। প্রগতি মুক্ত মনের মানুষ আজ সব হারাতে বসেছে। এরা যাবার এবং বাঁচার সব পথ বন্ধ হয়ে যা"ছ। এরা অজস্র ঘাত-প্রতিঘাতেও নির্বাক।

আমার ঘৃণা হয় এসব প্রগতীশীলদের প্রতি যারা সমাজ বিপ্লবের কথা বলেন, সাম্রাজ্রবাদের কথা বলেন, যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, যারা প্রগতির কথা বলেন, যারা বুশ-ব্লেয়ারের বির"দ্ধে কথা বলেন অথচো দেশের এই চরম ক্রান্লিগ্নে মৌলবাদির বির"দ্ধেও এক হতে পারেন না সংকির্ণতায় ভোগেন। এসব প্রগতীশীলদেরে নিয়ে আর লিখতে ই"ছ হয় না, এদেরে আমার ঘৃনা হয় মৌলবাদী ঘাতকদের মতো, যেমনিভাবে আমি ঘৃনা করি এক সময়ের চীনপ্রন্থী সমাজতন্ত্রের প্রগতীশীল দাবিদার পতিতা লেখক শফিক রেহমান, কবি ফরহাদ মাজহার, বদর"দ্দীন উমরদের মতো কিছু নব্য মৌলবাদী লেখকদেরে।

এখন আমার শেষ ই"ছা ঈশ্বরকে জানাতে চাই, হে বিধাতা আমার প্রিয় জন্মভুমি-মাতৃভুমি এবং হৃদয়ের ভুমি বাংলাদেশটি তালেবানী রাষ্টে পরিনত হবার আগেই আমাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে নিঃশেষ করে নিও।

মন্ট্রিয়ল/ ৭.৩.২০০৫, সদেরা সুজন ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী